২১ বছরে ঐতিহ্য, সংগ্রাম ও সম্ভাবনার জবি

আজ উদ্যাপন হবে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় দিবস

মামুন শেখ, জবি

প্রকাশিত: ০১:০১, ২৭ অক্টোবর ২০২৫

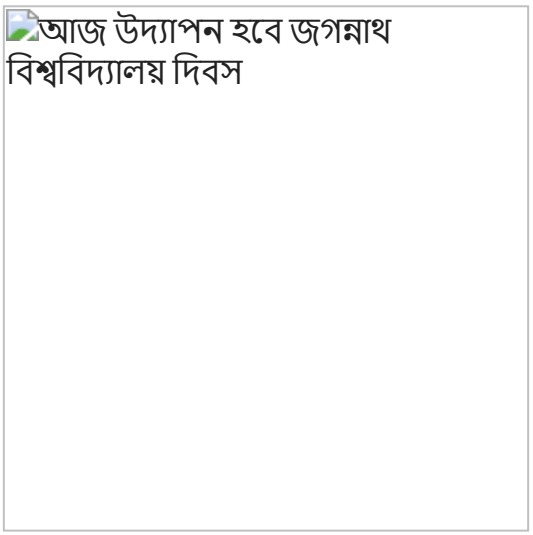

সুদীর্ঘ ২০ বছরের সাফল্য ও গৌরবের পথ পাড়ি দিয়ে ২১ বছরে পদার্পণ করেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি)। প্রতিবছর ২০ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদ্যাপিত হলেও এবার তা পিছিয়ে ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের প্রতিপাদ্য ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান, স্বপ্নে জয়ে অটল প্রাণ’। দিনটিকে ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে রয়েছে সাজসজ্জা, গ্রাফিতি ও আলোকসজ্জায় উৎসবের আমেজ।

ইতিহাসের অদ্বিতীয় অংশীদার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস সমৃদ্ধ ও সংগ্রামী। ১৮৫৮ সালে ‘ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুল’ হিসেবে যাত্রা শুরু করে প্রতিষ্ঠানটি। ১৮৭২ সালে মানিকগঞ্জের বালিয়াটির জমিদার কিশোরীলাল রায় চৌধুরী এটি অধিগ্রহণ করে তাঁর পিতার নামানুসারে নাম রাখেন ‘জগন্নাথ স্কুল’। ১৮৮৪ সালে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজ এবং ১৯০৮ সালে প্রথম শ্রেণির কলেজে রূপ নেয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় জগন্নাথ কলেজের

স্নাতক কার্যক্রম বন্ধ হয়; তবে এর শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনালগ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। দীর্ঘ ২৮ বছর পর, ১৯৪৯ সালে আবারও স্নাতক পাঠক্রম চালু হয়। ১৯৬৮ সালে সরকারি কলেজে রূপান্তরিত হয়ে ১৯৭৫ সালে স্নাতকোত্তর কলেজে উন্নীত হয়। ১৪৮ বছরের বিবর্তনের পর ২০০৫ সালে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০০৫' পাসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি পূর্ণাঙ্গ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। ২০ অক্টোবর, ২০০৫-এই দিনেই এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

শিক্ষা কার্যক্রমে অগ্রগতি ও সম্ভাবনা ॥ প্রতিষ্ঠার শুরুতে ছিল ৪টি অনুষদ ও ২২টি বিভাগ। বর্তমানে জবিতে ৭টি অনুষদ, ৩৮টি বিভাগ এবং ২টি ইনস্টিটিউট রয়েছে। ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের আসন সংখ্যা ছিল ২,৮১৫টি। বর্তমানে ১৬ হাজার ৮৪৩ জন শিক্ষার্থীর জন্য আছেন ৬৬৫ জন শিক্ষক। এর মধ্যে অধ্যাপক ১৫৫, সহযোগী অধ্যাপক ১৮৩, সহকারী অধ্যাপক ২৭৬ এবং প্রভাষক ৫২ জন। উচ্চতর গবেষণায়ও এগিয়ে জবি। বর্তমানে এমফিল কোর্সে ২৭৯ ও পিএইচডি কোর্সে ১৮৬ জন শিক্ষার্থী পড়ছেন। বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রির জন্যও ১৫৫ জন শিক্ষক অধ্যয়নরত। চীনের সঙ্গে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের জন্য কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে। অদ্বিতীয় অর্জনে জবি ॥ ভর্তির ক্ষেত্রে তীব্র প্রতিযোগিতার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীর দ্বিতীয় পছন্দ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ইউজিসির মূল্যায়নে জবির অবস্থানও ঈর্ষণীয় ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের ৪৬টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ষষ্ঠ স্থান অর্জন করে প্রতিষ্ঠানটি। ২০২৩-২৪ সালে ই-গভর্নেন্স ও ইনোভেশন কর্মশালায় জবি সারাদেশে প্রথম স্থান অর্জন করে। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও জবির অগ্রযাত্রা উজ্জ্বল-টাইমস হায়ার এডুকেশন (THE) বিশ্ব র‍্যাংকিং ২০২৫-এ প্রথমবারের মতো ১৫০১+ ব্র্যাকেটে স্থান পেয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। সিমাগো র‍্যাংকিং (মার্চ ২০২৫)-এ জবির অবস্থান বিশ্বে ১৪৬১তম এবং বাংলাদেশে ১৮তম। ওয়েবোমেট্রিক্স (জুলাই ২০২৪) অনুযায়ী আন্তর্জাতিক অবস্থান ৩২৬৮তম। এডি সায়েন্টিফিক ইনডেক্সের বিশ্বসেরা গবেষক

তালিকায় জবির ৬৩ জন গবেষক স্থান পেয়েছেন।

আন্দোলনে অগ্রণী জগন্নাথ ॥ ৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ-সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জগন্নাথের শিক্ষার্থীরা ছিলেন অগ্রভাগে। ভাষা শহীদ রফিক, শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামানসহ অসংখ্য গুণীজন ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী। মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মমতার সাক্ষী আজও ক্যাম্পাসে থাকা দুটি গণকবর। ২০০৮ সালে নির্মিত 'একাত্তরের গণহত্যা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি' ভাস্কর্য সেই ইতিহাসের স্মারক। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা এখনও অনন্য। ২০২৪ সালের আন্দোলনে শহীদ ইকরামুল হক সাজিদের আত্মত্যাগ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহস ও চেতনার প্রতীক হয়ে আছে।

সংকট ও অপূর্ণতার জবি ॥ আবাসন সংকট : ছাত্রদের জন্য নিজস্ব হল না থাকা জবির দীর্ঘদিনের সমস্যা। অনেক শিক্ষার্থী পুরান ঢাকার সংকীর্ণ পরিবেশে ভাড়া বাসায় থাকতে বাধ্য। লাইব্রেরি ও ক্যাফেটেরিয়া সংকট : প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে আসন মাত্র কয়েকশ'। খাবারের জায়গা ও মান-দুটোই সীমিত। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা : পুরান ঢাকার মূল ক্যাম্পাস মাত্র ১০ একর জায়গায়। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, ল্যাব ও খেলার মাঠের অভাব শিক্ষার্থীদের বড় বাধা। স্থায়ী ক্যাম্পাসের অনিশ্চয়তা : কেরানীগঞ্জের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ শুরু হলেও স্থানান্তর এখনো দৃশ্যমান নয়। একাধিক মেয়াদ বাড়লেও প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি।

ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় জবিয়ানরা ॥ বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শিক্ষার মানোন্নয়ন, সেশনজট নিরসন, ক্লাস মনিটরিং, ভর্তি নিশ্চিতকরণ, জকসু বিধি প্রণয়ন, বৃত্তি ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি হয়েছে। দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের দ্রুত বাস্তবায়ন, আবাসন, গবেষণায় উৎকর্ষতা, জকসু নির্বাচন এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা-এসবই এখন শিক্ষার্থীদের মূল প্রত্যাশা।

উপাচার্যের ভাবনা ॥ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম, পিএইচডি, বলেন, 'আজ সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিশ্ববিদ্যালয় দিবস সীমিত আকারে উদ্যাপিত হবে। জগন্নাথ

বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে চাই। এজন্য গবেষণায় সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযোগ বাড়ানো হবে। শিক্ষার্থীরা যেন কেবল ডিগ্রিধারী নয়, দেশের কল্যাণে অবদান রাখার উপযুক্ত নাগরিক হয়ে ওঠে, সেই লক্ষ্যেই কাজ করছি। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আবাসন ও অবকাঠামো ঘাটতি। কেরানীগঞ্জের ২০০ একর জমিতে দ্বিতীয় ক্যাম্পাস নির্মাণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। সবাই মিলে আমরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের জন্য গর্বিত এক প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে পারব এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।